দৈনিক ইনকিলাব

12

তারিখ ... SEP 07 1998 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ... ১ ...

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও নানা অসুবিধার কারণে দেশের বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকা। অপরদিকে প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে জনসংখ্যা এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে স্কুলগমন বয়সোপযোগী ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও। কিন্তু সে অনুপাতের সাথে সঙ্গতি রেখে গড়ে তোলা হচ্ছে না প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা তো প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। এ অভাব বহুলাংশে পূরণ করছে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির ব্যাপারে নানা জটিলতা, প্রতিবন্ধকতা, দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি মিলে যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে সার্বজনিন প্রাথমিক শিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের বয়সোপযোগী প্রতিটি বালক-বালিকার শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে শিক্ষাবঞ্চিত থেকে যাচ্ছে দেশের অগণিত ছেলে-মেয়ে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের ত্বরিত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে দেশকে কোনক্রমেই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যাবে না।

প্রাথমিক শিক্ষার এই যখন অবস্থা তখন ঢাকার একটি দৈনিকে ৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে গতকাল এক তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকার করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদূরদর্শী নীতিমালার কারণে দেশের প্রায় ৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক ও সমমানের স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রণালয় নিয়মের কড়াকড়ি করলে এ শিক্ষাবর্ষেই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানাধীন। ১৯৬৩ সালে আইন করা হয়েছিল বেসরকারী বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রাথমিক স্কুল করতে হলে তা নিজস্ব জমির উপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু শহরাঞ্চলে ব্যাপকভাবে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় প্রয়োজন মিটানোর তাকিদেই বিপুল সংখ্যক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এসব স্কুলের নামকরণ করা হয় কিণ্ডারগার্টেন। এর প্রায় সবগুলোই প্রতিষ্ঠিত হয় ভাড়াটে বাড়ীতে। এ কারণে রেজিস্ট্রেশনও নেয়া হয়নি। আর সরকারও হয়ত প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করতে যায়নি। অবস্থার চাপে অবশেষে এরশাদ সরকারের আমলে নিজস্ব বাড়ী ছাড়াও বেসরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুলগুলোকে বিশেষ বিবেচনায় রেজিস্ট্রেশন দেয়া শুরু হয়। অনেক স্কুল এ সুযোগে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নেয়। এরপর রেজিস্ট্রেশন আবার বন্ধ করে দেয়া হয়। কিছু দিন আগে এ ব্যাপারে আবার নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা অনুযায়ী শুধু চারটি মেট্রোপলিটন শহরে ভাড়া বাড়ীতে স্কুল করা যাবে। অন্য শহর বা শহরতলীতে স্কুল করতে হলে নিজস্ব ভবন লাগবে। সমস্যা হচ্ছে, ৪টি মেট্রোপলিটন শহরে এ ধরনের স্কুলসংখ্যা মাত্র ২ হাজার। এ ধরনের আরও প্রায় ৫ হাজার স্কুল রয়েছে দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানা শহরে এবং এ ৫ হাজার স্কুলের সবগুলোই ভাড়া বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নতুন নিয়ম অনুযায়ী সেগুলো রেজিস্ট্রেশন পাবে না। রেজিস্ট্রেশন না পেলে এবং কড়াকড়িভাবে এ নিয়ম কার্যকরি করলে ঐ সকল স্কুল বন্ধ করে দিতে হবে। অথচ সেগুলো ১০/১২ বছর ধরে নিয়মিতভাবে সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে এবং বিস্তার করে আসছে প্রাথমিক শিক্ষার আলো। যদি এগুলো বন্ধ হয়ে যায় তবে কি অবস্থা হবে সেসব স্কুলে শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীদের। সরকার স্কুল প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারবে না। সরকারী শর্তপূরণ করে বেসরকারী উদ্যোগেও স্কুল চালু রাখা অসম্ভব। এ অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার দশা কি হবে? এরূপ অবস্থা মফস্বল এলাকায় স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। দেশে একসময় হাজার হাজার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রাথমিক বিদ্যালয়েরই অনুরূপ। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতাজনিত কারণে শিক্ষাবঞ্চিত হওয়ার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে এ সকল স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা বছরের পর বছর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছিল। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তার অধিকাংশই আজ বিলুপ্তপ্রায়। শিক্ষা সংকোচন নয়, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারই কাম্য। যে নীতিমালা, যে নিয়ম বা আইন শিক্ষাকে সঙ্কুচিত করে তা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। সুতরাং সে নীতি প্রত্যাহার বা সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা আশা করাবো, সরকার এ দিকটা বিবেচনা করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হবেন।